কমপিউটারের ব্যবহার কৃষির সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে

মীর্জা সৈয়দ বাশরাভী

মীর্জা সৈয়দ বাশরাভী বাংলা ভাষা আন্দোলনের বছর ১৯৫২ সালে ঢাকার মগবাজারে জন্মগ্রহণ করেন। সেন্ট গ্রেগরী হতে স্কুল জীবন এবং নটরডেম কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শেষ করে ১৯৭০ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্র গমন করেন উচ্চ শিক্ষার্থে তড়িৎ কৌশলে বিএসসি ও এমএস করার পর তিনি প্রকৌশল বিদ্যার শিল্প শাখায় ও উচ্চতর ডিগ্রী নেন। শিক্ষা জীবন শেষে কয়েক ধরনের চাকরী করলেও চূড়ান্তভাবে ১৯৮৫ সালে পৃথিবীর অন্যতম প্রধান কমপিউটার ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এএসটিতে যোগ দেন। বর্তমানে তিনি এএসটি মিডেল ইস্ট লিমিটেডের মহাব্যবস্থাপক। তার অফিস দুবাইতে হলেও তার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে দুবাই হতে বাংলাদেশ হয়ে মরক্কো পর্যন্ত বিস্তৃত এএসটির বাজার। বাংলাদেশের কৃতি সন্তানদের একজন মীর্জা সৈয়দ বাশরাভী সম্প্রতি বাংলাদেশে এলে **কমপিউটার জগৎ** পত্রিকা হতে তার এক সাক্ষাৎকার নেয়া হয়।

কোন নির্দিষ্ট প্রশ্ন না রেখে অত্যন্ত ঘরোয়া পরিবেশে কফি খেতে খেতে বাংলাদেশী ছেলে মীর্জার নিকট হতে তার পছন্দ-অপছন্দ, দেশাত্ববোধ, পরিবার ও চাকরীর খবর, কোম্পানীর কার্যক্রম এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা, এদেশের বেকার যুবকদের সম্পর্কে তার ভাবনা এবং আনন্দ-বেদনা ও ইচ্ছা-অনিচ্ছার খবরগুলো জেনে নেয়া হয়েছে।

হাসি-খুশী চেহারার প্রাণোচ্ছল মীর্জা বাংলাদেশে আসতে পেরে ভাললাগার কথা বলেছেন— তবে এদেশের বেকার তরুণদের জন্যে তার নিজস্ব কোন পরিকল্পনা নেই তাও জানিয়েছেন। তবে হ্যাঁ কেউ যদি সত্যিকার অর্থে ট্রেনিং ইন্সটিটিউট খোলে তবে সুবিধাজনক দামে কমপিউটার সরবরাহের প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছেন। তিনি মনে করেন বাংলাদেশে এখন যেভাবে ব্যাঙের ছাতার মত ট্রেনিং ইন্সটিটিউট হচ্ছে এবং ওগুলোর বেশীর ভাগে যা শিক্ষা দেয়া হচ্ছে তা যথেষ্ট নয় এবং কার্যকরও নয়। তিনি কমপিউটার বিশ্বের দ্রুত অগ্রগতির কথা উল্লেখ করে বলেছেন, কমপিউটার শিক্ষা হতে হবে আরো যুগোপযোগী। তিনি বলেন, যেহেতু বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ তাই কমপিউটারের ব্যবহার এদেশের কৃষির সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে।

বাংলাদেশের কৃতি সন্তান বাশরাভী

এক ছেলে ও তিন মেয়ের জনক মীর্জা মনে করেন সত্যিকারের দেশপ্রেম এবং আন্তরিক ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটছে না বলেই বাংলাদেশীরা পিছিয়ে আছে। তিনি এ প্রসঙ্গে ভারতের সাফল্যের উল্লেখ করে বলেন, হার্ডওয়্যার নয় ভারতের মত দক্ষ কমপিউটার প্রোগ্রামার বানাতে হবে এবং বাংলাদেশীদের পক্ষে তা সম্ভব।

আলোচনাক্রমে জানা যায় এএসটি মূলতঃ একটি গবেষণামূলক কোম্পানী। এ কোম্পানী জনপ্রিয় অন্য কোম্পানী কম্পাক কিংবা ডেলের বহু আগে এক মডেল থেকে শক্তিশালী অন্য মডেলের কমপিউটার নির্মাণ করে। সৌদী আরবে কোম্পানীর বড়সড় বাজার থাকলেও বৃহত্তম বাজারটি হলো চীনে।

কমপিউটার বিষয়ক পত্রিকা যা বাংলা ভাষায় লেখা, তার আবার কম্পোজও ছাপার মান এত উন্নত হতে পারে এটি **কমপিউটার জগৎ** পত্রিকা না দেখলে বিশ্বাস করা কষ্টকর হত এমনটা জানিয়ে মীর্জা বলেন, তিনি অত্যন্ত আনন্দিত কারণ মধ্যপ্রাচ্যে কমপিউটারের বিশাল বাজার থাকার পরেও পুরোপুরি-আরবী ভাষায় কমপিউটার বিষয়ক এত উন্নতমানের পত্রিকা বের হয়না। তিনি জানিয়েছেন কোন সুযোগ হলেই তিনি বাংলাদেশে আসেন কারণ এখানে আসতে পারলে তার ভাল লাগে।

আলোচনার এক পর্যায়ে অনেকটা স্বগতঃস্বরেই মীর্জা বললেন, সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশী ভাইদের জন্যে কিছু করার দায়িত্ব আমারও রয়েছে এটি আজ আমি উপলব্ধি করছি।

আমরা আশা করব মীর্জার যে উপলব্ধি তা অন্যদের মধ্যেও ঘটুক এবং নিজ যোগ্যতায় বাংলাদেশী যারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সুবিধাজনক পর্যায়ে রয়েছেন তারা বাংলাদেশীদের জন্যে সাধ্যমত করুন। বাংলাদেশে বিনিয়োগ করুন। দেশ ও জাতির সেবা করুন। ♣

'কৃত্রিম প্রাণ' এবং

২৩ পৃষ্ঠার পর

এটি সাধারণ কি বোঝা তা কোন সমস্যা নয়।

প্রশ্ন ঃ তার মানে আপনাকে প্রোগ্রামের জটিলতায় যেতে হয় না, কমপিউটার নিজেই অবস্থাটি তৈরী করে।

উত্তর ঃ ঠিক তাই। প্রপঞ্চবিজ্ঞানের (Phenomonology) জটিল ক্রমবিকাশের ধারা জানবার জন্যে আপনার জটিল যান্ত্রিক গঠনের কিছুর জানার প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন ঃ মনে হচ্ছে আপনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্থির ও স্বাভাবিক ধারণাগুলোকে আক্রমণ করতে চাচ্ছেন ?

উত্তর ঃ আক্রমণ নয়, কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছি জানার বাইরে আরো অনেক কিছু আছে। প্রকৃতির অধিকাংশই নন-লিনিয়ার। কমপিউটার আমাদের জ্ঞানের অজানা রাজ্যে বিচরণ করবার সুযোগ এনে দিয়েছে।

প্রশ্ন ঃ মানুষ কি এমনটা ভাবে যে আপনি সত্যিকারের বিজ্ঞান চর্চা করছেন না।

উত্তর ঃ এমন অনেকে আছেন যারা আমার সম্পর্কে অমন ধারণা পোষণ করেন। তাদের মতে আমি যা করছি তা হয় ভিডিও গেইম নতুবা কমপিউটার গেম মাত্র। (তারপর হেসে বললেন) তবে আমি জানি আমি যা করছি, ঠিক করছি।

প্রশ্ন ঃ এর বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে বলুন।

উত্তর ঃ আচরণকে পর্যবেক্ষণ করার সময় খেয়াল রাখতে হবে আচরণের প্রকাশ ঘটে ফোন নেটওয়ার্কের মত নীচ হতে উপরে, উপর হতে নীচে নয়। মানুষ অনেক সময় এমন সব আচরণের পরিচয় লাভ করে যা সে আশাও করেনি। প্যারালাল কমপিউটিংয়ের এতিহ্যগত ও সাধারণ ব্যবহারটি হলো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলো পরিহারে সচেষ্ট থাকা। কিন্তু আমি মনে করি প্যারালাল কমপিউটিং থেকে সত্যিকারের সুবিধাগুলো নেয়া সম্ভব এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলো হতে। এবং এটি শুধুমাত্র বিজ্ঞান নয়। আমাদের সাথে ব্যবস্থাপনার লোক আছে যারা আচরণের কাঠামো তৈরীতে উৎসাহী। দেখা গেছে উপর হতে কোন কিছু চাপিয়ে দেয়ার চেয়ে নীচ হতে উপরে প্রকাশে সুযোগ দেয়া অনেকবেশী উপযোগী এবং নমনীয়। আমাদের সাথে অনেক অর্থনীতিবিদ রয়েছে যারা অর্থনীতির ক্ষেত্রেও এই নীচ হতে উপর (Bottom-up Line) তত্ত্ব বোঝার চেষ্টা করছেন। প্রকৌশল বিদ্যায় আমরা এমন প্রযুক্তি ব্যবহারে ব্রতী হবো যা আমাদের চাওয়ার পৃথিবী গড়তে ভূমিকা রাখবে।এবং আমার মনে হয় পুরো প্রক্রিয়ায় অনেক প্রতিকূল প্রভাব থাকবে। কমপিউটার ভাইরাস এক্ষেত্রে সিন্ধুতে বিন্দুমাত্র। এমন একটা সময়ের কথা ভাবুন যখন প্রযুক্তি এমন পর্যায়ে পৌছবে যে একজন হাইস্কুলের ছাত্রের নিকটও সেলফ-রিপ্রডিউসিং রোবট সহজলভ্য হবে।

প্রশ্ন ঃ এমনটা কি আসলেই ঘটবে ?

উত্তর ঃ হ্যাঁ ঘটবে। হতে পারে এমনটা ঘটতে শত কিংবা হাজার বছর লাগবে।কিন্তু জিওলজিক টাইম স্কেলে এটি তেমন কোন সময়ই নয়। ♣

সাইবারপাঙ্ক

২৫ পৃষ্ঠার পর

বাকীরা সে পৃথিবীতে বাস করবে। সাইবারপাঙ্কদের নিকট ইতিহাস হলো মজার বস্তু। তারা ইতিহাসকে তথ্যভাণ্ডারের বেশী কিছু ভাবতে চায় না। যে তথ্য ভাণ্ডারকে ডিস্কে আবদ্ধ রাখা যায় এবং তাদের মতে অনেক তথ্যই অকেজো, হৈ হল্লাপূর্ণ যা ক্ষণিকের জন্যে আনন্দ দেয় মাত্র।

সাইবারপাঙ্করা ভাবে ভবিষ্যত নিয়ে, যে ভবিষ্যতে থাকবে শুধু উচ্চপ্রযুক্তি, যা হবে তাদের জন্যে। তারা প্রযুক্তির ব্যবহার ঘটিয়ে শিল্প এবং বিজ্ঞানের মাঝে সেতুবন্ধন রচনা করতে চায়। তারা বিশ্বাস করে, প্রযুক্তিকে তারা যদি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয় তবে প্রযুক্তিই তাদের কে নিয়ন্ত্রণ করবে।

'সাইবারপাঙ্ক' নামে কোন উপসংস্কৃতি শেষ পর্যন্ত গড়ে উঠবে কিনা (?) বা গড়ে উঠলেও টিকে থাকতে পারবে কিনা তা এখনই চূড়ান্ত করে বলা যায় না। যেমন বলা যায় না আদতে 'সাইবারপাঙ্করা পৃথিবীকে কতটুকু নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হবে। তবে একটি বিষয় অত্যন্ত পরিস্কার কমপিউটার ও উচ্চ প্রযুক্তি আগামী দিনের বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করবে। যে জাতি বা দেশ কমপিউটার ও উচ্চ প্রযুক্তির ব্যবহারে যতবেশী দক্ষ হবে সে জাতির উন্নতি ততবেশী ঘটবে। পৃথিবীর নেতৃত্ব ও তারা দিবে।

কমপিউটার ও উচ্চ প্রযুক্তির আগামী বিশ্বে আমাদের, বাংলাদেশীদের অবস্থান কি হবে তা নির্ধারণ করতে হবে এখনই। সে দায়িত্ব এদেশের সরকার প্রশাসন ও এ প্রজন্মের তরুণদের। ♣